*Journal of Cultural Research Studies, Vol-II Issue-2 (2023), p.65-74. (*ISSN 2583-6137)
A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Open Access Online Journal.

প্রতিভা বসুর নির্বাচিত ছোটগল্পে নারী

ড. কৃষ্ণা ঝুল্কী
সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ
কাঁচরাপাড়া কলেজ,উত্তর ২৪ পরগনা

সারসংক্ষেপ:

বাংলা সাহিত্যের এক প্রথিতযশা কথা সাহিত্যিক হলেন প্রতিভা বসু। প্রথম জীবনে বিবাহের পূর্বে তিনি রানু সোম নামে পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীকালে প্রখ্যাত সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর সহধর্মিনী হবার পর তিনি প্রতিভা বসু নামে পরিচিত হন। সঙ্গীতশিল্পী রূপে প্রথম তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটলেও পরবর্তীকালে সাহিত্য জগতে সম্পূর্ণ রূপে আত্মনিয়োগ করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তিনি। বিখ্যাত স্বাধীনতাসংগ্রামী লীলা নাগের সংস্পর্শে এসে তাঁর রাজনৈতিকচেতনা আরো বেশি জাগ্রত হয়। তাঁর ভিন্ন স্বাদের ছোটগল্পগুলির মধ্যে এসেছে নারীর প্রেম,স্বপ্ন,স্বপ্নভঙ্গ আর নৈরাশ্য থেকে আশার আলোতে উত্তরণ। পারিবারিক এবং রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে লেখিকা নারী চরিত্রগুলিকে চিত্রিত করেছেন। তাদের সুখ দুঃখ,আশা-আকাঙ্ক্ষা যেমন গল্পের পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে তেমনি তাদের উপর নেমে আসা সমাজ সংসারের অত্যাচার ও দৈহিক উৎপীড়নের এক বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ধৈর্য্য, প্রেম ও সততায় নারী হয়ে উঠেছে অনন্যা। অবিভক্ত বাংলাদেশে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত নরনারী পথভ্রষ্ট হয়ে এক অজানা বিপদ সংকুল জীবনকে গ্রহণ করেছিল, দলের প্রধানের নির্দেশই ছিল সেখানে অমোঘ সত্য। কোন ব্যক্তিগত সম্পর্ক, ভালোবাসা, পরিবার সবকিছুই ছিল তুচ্ছ। 'ঘাস মাটি,' 'স্বপ্ন ভেঙে যায়' প্রভৃতি গল্পে সেই সময়ের এক বাস্তব ছবি অঙ্কিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে নারী শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছে তার প্রকৃত আশ্রয়। নৈরাশ্য থেকে এক আশার আলো তাদের সামনে প্রজ্বলিত করেছেন লেখিকা। তাঁর সমসাময়িক লেখক-লেখিকাদের থেকে স্বতন্ত্র ধারার গল্প লিখেছেন তিনি।

সূচক শব্দ: *সমাজ, রাজনীতি ,নারী, প্রেম, স্বপ্ন, মূল্যবোধ*

প্রতিভা বসুর ছোটগল্পগুলি বিষয়বৈচিত্রে অভিনব। সমাজ,সংসার, রাজনৈতিক পরিমণ্ডল, মূল্যবোধ এবং সর্বোপরি নারী হৃদয়ের গূঢ় গভীর মনস্তাত্ত্বিক দিকটি সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা চিত্রিত করেছেন তিনি। নারীর চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা,স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ আর সেই সঙ্গে নৈরাশ্য থেকে প্রেমের স্বর্গীয় সুষমা মণ্ডিত উত্তরণ বেশকিছু ছোটগল্পে লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক যেকোন ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান ও তাদের চিন্তা- ভাবনাকে স্পষ্ট করে তুলেছেন লেখিকা পরম আন্তরিকতার সঙ্গে। সমাজের ঘূর্ণাবর্তে নারী যেমন সংসারের চার দেওয়ালের মধ্যে সংসার নামক যাঁতাকলে প্রতিনিয়ত পৃষ্ট হয়েছে আবার সেই সংসারের বন্ধন ছিন্ন করে নতুন ভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্নও দেখেছে তারা। সংসার, সমাজ ও রাজনীতির রথচক্রে পৃষ্ট নারী একসময় সব বাধা বিপত্তি পেরিয়ে এক সুস্থ জীবনের সন্ধান পেয়েছে। জীবনের কঠিন সময়ে নারীর পাশে এসেছে এমন কিছু পুরুষ চরিত্র, যাদের সংস্পর্শে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে তাদের জীবনে। যে লড়াই নারী করেছে তার সার্থকতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখাতে

চেয়েছেন লেখিকা। লেখনীর জাদু স্পর্শে বিপদসংকুল পরিস্থিতিও পরিবর্তিত হয়েছে বিভিন্ন গল্পে। হতাশার অন্ধকারে ডুবে থাকা নারীরা সুস্থ স্বাভাবিক জীবন পেয়েছে অনেক ক্ষেত্রে।

গল্পলেখিকা লিখে চলেন নানা জীবনের গল্প। কল্পনায় ছুটে চলে তার কলম আর মুগ্ধ পাঠক তার নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চায় সেই কাহিনী। ষাট বছরের এক বিধবা পাঠিকা লতিকা "সঙ্গসুধা" গল্প পড়ে ছুটে আসেন লেখিকার বাড়ি। শেষ বয়সের অবলম্বন হিসাবে দুই প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ার বিবাহ একেবারেই পছন্দ হয় না তার। উত্তেজিত হয়ে সেই বৃদ্ধা, লেখিকাকে ব্যক্ত করেন তার জীবন কাহিনী। সমাজ সংসারের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হওয়া তেইশ বছরের যুবতীর ছোটো তিন সন্তানকে নিয়ে জীবন যুদ্ধের কাহিনী উঠে এসেছে "প্রতিভূ" গল্পে। স্বামীর মৃত্যুর পর শ্বশুর বাড়ি পরিত্যক্তা গল্পপাঠিকা বলে চলেন তার জীবনের করুন গাঁথা -

''স্বামী টাকা কড়ি কিছুই রেখে যেতে পারেননি। একটা লাইফ ইন্সিওরেন্স করবো করবো ভাবছিলেন ভগবান তার আগেই তুলে নিলেন। কাজেই শ্বশুর ভাসুর তৎক্ষণাৎ অলক্ষ্মী বলে বাপের বাড়ি ঠেলে দিলেন, আমিও বাপহীন বাপের বাড়িতে গিয়ে দুই দাদার গলগ্রহ হয়ে বসলাম। বলাই বাহুল্য কেউ আমাকে আদর করে জায়গা দেননি।"[১]

ইন্সিওরেন্সের কাজে বেরিয়ে রমেনবাবুর সঙ্গে পরিচয় হয় লতিকার। নতুনভাবে জীবন শুরুর কথা তার মনে হলেও সংসার ও পারিপার্শ্বিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে সন্তানদের নিয়ে বাড়িছাড়া হয়ে একাই তাদের তিনি মানুষ করেন। কিন্তু শেষ বয়সে সবাই তাকে ত্যাগ করে, তাই আক্ষেপ করে লতিকা বলেন -

"কিন্তু যাদের জন্য নিজের জীবনের সবকিছু অপচয় করে চুল পাকালাম। আজ সেই সন্তানরা আমার কোথায়? আমার কথা তারা কতটুকু ভাবে? প্রয়োজন ফুরানো মাত্র মাকে ত্যাগ করে কেমন যার যার সংসার নিয়ে সে সে উধাও"।[২]

বহু বছর পর একদিন রমেনবাবুর সঙ্গে দেখা হলেও এই শেষ বয়সে একজন প্রকৃত সঙ্গী ও বন্ধু হিসাবে তাকে মেনে নিতে পারেন না লতিকা। আসলে নারী তার গণ্ডির বাইরে কখনোই ছক ভাঙা জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি সেই সময়। সংসার, সন্তান, সমাজ এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেই কেটে গেছে জীবনের মূল্যবান সময়। সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও লতিকা পুনর্বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেননি। তাই গল্পের বিষয়বস্তুকে তিনি সহজে গ্রহণ করতে পারেননি। নারী সম্পর্কে তার খেদোক্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে -

" ষাট বছরের মহিলা কখনই আর পঁয়ষট্টি বছরের মানুষটাকে বিয়ে করে সুখে ঘর বাঁধতে পারে না। সন্তান পরিত্যক্ত হয়ে একা একা শক্ত হয়ে মরে পড়ে থাকলেও না। জানো না মেয়েরা ঘাস মাটি, পদদলিত হয়ে বেঁচে থাকাই তাদের ধর্ম।"[৩]

"ভালোবাসার জন্ম" গল্পটিতে মুদি ব্যবসায়ী ব্রজেশের নিঃসন্তান স্ত্রী পুষ্পর নিঃসঙ্গ জীবনের রোজনামচার এক নিখুঁত বর্ণনা রয়েছে। অশিক্ষিত ব্রজেশের মধ্যে অর্থলোভ এবং স্ত্রীর শরীরের প্রতি নেশা ছিল প্রবল। স্বামীর অনুপস্থিতিতে একের পর এক বই পড়ে পুষ্প তার বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করে। দৈনন্দিন স্বামীর দৈহিক এবং মানসিক উৎপীড়ন সহ্য করতে হয় তাকে। বউকে ব্রজেশ তার নিজের একটা সম্পত্তি ছাড়া আর কিছুই

ভাবতে পারে না। নাটক নভেলের বই পড়া পুষ্পকে, রুচিহীন ব্রজেশ কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। লেখিকা ব্রজেশের চরিত্রকে এইভাবে উন্মোচিত করেছেন -

"তার ভাষায় মেয়েছেলেরা সবাই এক একজন মূর্তিমান গণিকা। সেই জন্যই সে বউকে খুব সাবধানে রাখে, হাতে নাটক নভেল দেখলে বন্য বরাহের মতো দাঁতাল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর নিজে কোথা থেকে সব ন্যাংটো মেয়েদের ছবিওয়ালা বই এনে লুব্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে।"[৪]

বংশধরের জন্য ব্রজেশ ঘরে নতুন বউ আনতে চাইলেও নিঃসন্তান পুষ্পকে শরীরের তাগিদে ত্যাগ করতে চায় না। একথা জানার পর অসহায় হয়ে পুষ্প একাই ডাক্তারের কাছে তার সমস্যার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে নতুন ভাবে বাঁচার সন্ধান পায়। বিপত্নীক প্রৌঢ় ডাক্তার নিরালায় তাকে একা পেয়ে ভোগ করলেও তার মধ্যে যে ভালোবাসা পুষ্প লক্ষ্য করে, তা এই ছয় বছরের বিবাহিত জীবনে স্বামীর মধ্যে সে পায়নি। তাই সেই দিনই ব্রজেশের প্রতিনিয়ত বলাৎকারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য সংসার-সমাজ সবকিছু ভুলে নিঃশব্দে ডাক্তারের দরজায় এসে দাঁড়ায়। এইভাবে পুষ্প তার নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে পেরেছে।

যৌবনের প্রারম্ভেই ভন্ডসাধু পাগলা বাবা দ্বারা ধর্ষিতা অরুন্ধতী দেবী শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছে সত্যিকারের ভালোবাসার ঠিকানা "নিখাদ সোনা" গল্পটিতে। অভিভাবক রূপে বিলেত ফেরৎ স্বনামধন্য ডাক্তার অনিমেষ চট্টোপাধ্যায় এসেছেন অরুন্ধতী ও তার পিতৃপরিচয়হীন মেয়ের জীবনে। অনিমেষও তার মনের মতো বাঙালি নারী অরুন্ধতীকে আপন করে নিয়েছেন। সমাজে পিতৃপরিচয়হীন সন্তানের জন্য অনেক লাঞ্ছনা, কটুকথা, কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে অরুন্ধতীকে। সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অরুন্ধতী দেবীকে এলাকা থেকে উৎখাত করতে চান। দার্জিলিংয়ের একজন প্রভাবশালী গণ্যমান্য ব্যক্তি দেবকান্তবাবু তাঁর ছোটমেয়ের জন্য ডাক্তারকে পছন্দ করেছিলেন কিন্তু ডাক্তারের সঙ্গে অরুন্ধুতি দেবীর মেলামেশা তিনি সহ্য না করে শুনিয়েছেন -

"বলতে চাই সমাজে বাস করতে হলে এবং পারিবারিক জীবন যাপন করতে হলে যেমন তেলে জলে মেশেনা তেমনই কোন অসৎ চরিত্র স্ত্রীলোককেও সকলের সঙ্গে এক আসনে বসিয়ে রাখা চলে না।"[৫]

শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে প্রতিষ্ঠিত বাঙালি সভায় অনিমেষ ডাক্তারকে সবাই সেক্রেটারি করেন। প্রায় সকল অবিবাহিত কন্যার পিতার কাছে অনিমেষের মত জামাই পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার। তাই সকলেই মনে মনে তাকে পছন্দ করেন। আর অরুন্ধতী দেবীকে সেই শহর থেকে তাড়িয়ে দেবার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে তার ঘর পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিতে এই সমাজপতিরা পিছপা হন না। কিন্তু ডাক্তারের মানসচক্ষে এই অসহায় ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারী হয়ে ওঠে তার মানসপ্রতিমা। পাশাপাশি অর্থলোভী, মিথ্যাবাদী, বিবাহিতা লটি দত্তের পরিচয়ও গল্পে উঠে এসেছে। অবিবাহিত ডাক্তারের একাকিত্বের সুযোগ নিয়ে সম্পত্তির লোভে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ খুঁজেছে সে। কিন্তু শেষপর্যন্ত তার সকল পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। সমাজে অরুন্ধতী দেবীর মতো নারীর যেমন সন্ধান মেলে তেমনি লটি দত্তের মত সুযোগ সন্ধানী মহিলার পরিচয়ও পাওয়া যায়। আবার সচ্চরিত্র, মহৎ হৃদয়ের মানুষ হিসেবে ডাক্তারের প্রতি শ্রদ্ধা জাগরিত হয়। এখানে গল্পটি অন্যন্য হয়ে উঠেছে।

Journal of Cultural Research Studies, Vol-II Issue-2 (2023), p.65-74. (ISSN 2583-6137)
A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Open Access Online Journal.

ধর্ষিতা অন্ত:সত্ত্বা সীতা শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও খুঁজে পেয়েছে প্রকৃত আশ্রয় এবং প্রণয়ীকে। একদা সীতার সঙ্গে বিবাহের সমন্ধ হওয়া সমাজসেবক অধ্যাপক চিরঞ্জীব আকস্মিক সীতার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত হয়ে যান। ধর্ষিতা সীতাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে তার পাশে থাকেন তিনি। "স্বামী স্ত্রী" গল্পে প্রায় ছক ভাঙা ঘটনা পাঠককে চমকিত করে। সব কথা শুনে প্রথমে সীতাকে বিবাহ করতে না চাইলেও শেষ পর্যন্ত সত্যিকারের এক প্রেমিক পুরুষ হয়ে ওঠেন চিরঞ্জীব। বাইরের শৃগাল কুকুরের লোভ থেকে বাঁচার জন্য আর অনাগতকে পৃথিবীর আলো দেখানোর জন্য সীতার অদ্ভূত মনোবল আমাদের বিস্ময়ে হতবাক করে। শুধুমাত্র বিবাহের তকমা ছাড়া আর কোনো কিছু দাবী ছিল না সীতার। সন্তানের পিতৃপরিচয় পাওয়াই তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। চিরঞ্জীব এ প্রস্তাবে প্রথমে রাজী না হলে ক্রুদ্ধ স্বরে পুরুষ জাতির উপর তার ঘৃণা ও পুঞ্জীভূত ক্ষোভ উগরে দিয়ে সীতা বলে -

"একটি পুরুষের প্রলোভনের পাপে একটি নিষ্পাপ মেয়েকে কেন বলি দেওয়া হবে এভাবে বলতে পারেন? কোথায় তার দোষ? আপনাদের পুরুষশাসিত সমাজে সে মেয়ে হয়ে জন্মেছে শুধু তো এই? গর্ভধারণ করবে মা, জন্ম দেবে মা, লালন-পালন রক্ষণাবেক্ষণ সব করবে মা আর পরিচয় দিতে গেলে তার পিতৃপদবী চাই-ই-চাই। কেন এই অন্যায়?"[৬]

এর কোনো উত্তর অধ্যাপক মহাশয়ের কাছে না থাকলেও এর সত্যতা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেন। স্পষ্টবাদী, দৃঢ় মানসিকতার সীতা নিজের শর্তেই বাঁচতে চায়। শেষপর্যন্ত সে পাশে পায় চিরঞ্জীবকে।

"সকালবেলা" গল্পে বিমাতার সংসারে লাঞ্ছিতা অনুরাধার জীবনের গল্প পাঠককে শিহরিত করে। নিজের মেয়েদের ভালো জায়গায় পাত্রস্থ করার জন্য অনুরাধাকে অর্থ উপার্জনে বাধ্য করায় তার সৎমা। দিনের পর দিন ব্যবহৃত হতে হতে একসময় নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে অনুরাধা। সেই সময় বিবাহের সম্বন্ধে আসায় অনুরাধা তার পঙ্কিল জীবনের কথা কিছুতেই ভুলতে পারে না। আর ফাঁকি দিয়ে কাউকে ঠকানোর মত মানসিকতা তার ছিল না, তাই তার সঙ্গে সমন্ধ হওয়া পুর্ণেন্দুর বাড়িতে এসে নিজের জীবনের কাহিনি শোনায়। পুর্ণেন্দুর কাছে অনুরাধা নিজেকে মেলে ধরে এইভাবে -

"পাপ মানুষের দেহে নয়, মনে। যা আমি বাধ্য হয়ে করেছি তার জন্য আমি দায়ী নই, সেখানে আমি একটা অসহায় যন্ত্র মাত্র। কিন্তু যিনি আমাকে বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করবেন তাঁকে আমি কোনো রকমেই ঠকাতে পারি না!"[৭]

তার সততায় মুগ্ধ হয়ে পূর্ণেন্দু অনুরাধাকে বিবাহ করার জন্য মনস্থির করে। আসলে অসহায় মেয়েদের কাছে বাস্তব কতটা কঠিন তা গল্পের মধ্যে দেখিয়েছেন লেখিকা। কন্যা সন্তানরা তার নিজের বাড়িতেও যে নিরাপদ নয় তা অনুরাধার মত মেয়েদের জীবনই জানিয়ে দেয়। "ঈশ্বর ও নারী" গল্পে নারীকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন লেখিকা। মহাঋষি বেদান্তজ্ঞানী আনন্দযোগী সংসার আসক্তি থেকে বহু দূরে ঋষিকেশ থেকে দেবপ্রয়াগ যাবার পথে পর্বতের চূড়ায় অবস্থান করছিলেন। দীর্ঘ ষোল বছর আগে বাগদত্তা মহাশ্বেতাকে ত্যাগ করে দেবযান পিতৃযান খুঁজতে এসে পথ হারিয়ে সেখানেই থাকেন। হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় মহাশ্বেতার সম্মুখীন হয়ে আনন্দযোগী নিজের ভুল বুঝতে পারেন। এত দিনের সব ধারনা তার ভেঙে যায়। তিনি মহাশ্বেতার সঙ্গে গৃহে ফিরতে চাইলে মহাশ্বেতা এই কর্ম থেকে তাকে বিরত থাকতে বলে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলেন -

"তুমি সর্বত্যাগী ঋষি, আমি তোমার কাছে সংসারের একটা কীট মাত্র! হা! ঈশ্বর! এই জন্যই শাস্ত্রে বলে নারী নরকের দ্বার।"

কিন্তু আনন্দযোগী এত বছর পর অনুভব করেছেন নারীর অসীম শক্তিকে। তাই অত্যন্ত বিনম্রভাবে নারীকে সম্মান দিয়ে এই উক্তির বিরোধিতা করেন তিনি -

"এই অসম্মানজনক অশালীন এবং বেদনাদায়ক উক্তি যিনি করেছিলেন, তিনি নমস্য হলেও দুষ্য। যাঁর অভ্যন্তরে দেহ গঠিত হয়েছে, যিনি জন্ম দিয়েছেন, যাঁর বক্ষসুধা পান করে লালিত পালিত হয়ে শিশু মনুষ্যপদবাচ্য হয়েছে, তাঁর তুল্য গুরু কে আছে এই ভবসংসারে? শুধুই কি জন্ম? অন্তিম বিশ্রামও আমাদের মায়ের কোলে।"[৮]

এইভাবে আনন্দযোগী তাঁর পরম গুরু সেই নারী শক্তিকে সম্মান জানান। মহাশ্বেতার চারিত্রিক স্খলন-পতনকে গুরুত্ব না দিয়ে তিনি আরো বলেন -

"দেহ আত্মার মন্দির, এখানে কোন পাপ প্রবেশ করতে পারে না। তুমি নির্মল, তুমি পবিত্র, তুমিই আমার পরম প্রাপ্তির শেষ স্তর।"[৯]

এইভাবে নারী হয়ে ওঠে অনন্যা। সব কিছু সাধনার ঊর্ধ্বে লেখিকা নারীকে সেই সম্মানের জায়গা দিয়েছেন এই গল্পটিতে।

রাজনীতির প্রেক্ষাপটে রচিত বেশ কয়েকটি ছোটগল্পে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলাদেশের চিত্র ফুটে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য রাজনীতির দলে নাম লেখানো তরুণ তরুণীদের এক বাস্তব মর্মান্তিক জীবন অঙ্কন করেছেন লেখিকা। অনেক ক্ষেত্রে সমাজ সংসার এমনকি ভালোবাসার প্রিয় মানুষদের থেকে বিচ্যুত হয়েছে তারা। এই তরুণ-তরুণীদের অনেক ক্ষেত্রে পরিণতি হয়েছে বিষময়। বিশেষ করে তরুণীদের ভুল বুঝিয়ে প্রিয় মানুষের সংস্রব থেকে দূরে রাখতে তাদের মগজ ধোলাই করে ভুল পথে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। "স্বর্গের শেষ ধাপ"," ঘাস মাটি","স্বপ্ন ভেঙে যায়" প্রভৃতি গল্পে উঠে এসেছে দেশ স্বাধীন করার স্বপ্নে বিভোর তরুণ-তরুণীর আত্মত্যাগের কাহিনি। অবিভক্ত বাংলাদেশের ঢাকায় অনুশীলন সমিতিতে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ তরুন-তরুনীদের বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার ঘটনা এবং তাদের জীবনের পরিণতি এই গল্পগুলির মূল বিষয়বস্তু। "স্বপ্ন ভেঙে যায়" গল্পের এলালতা, "ঘাস মাটি" গল্পের মাধবী আর "স্বর্গের শেষ ধাপ" গল্পের মনিমালা - এদের সকলের জীবনের স্বপ্ন আর স্বপ্ন ভঙ্গের কাহিনী অপূর্ব দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন লেখিকা। যৌবনের প্রারম্ভে দাদা কৃষ্ণ রায়ের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী দলের নাম লেখানো এলালতা একদা কলেজের মেধাবী ছাত্র সুব্রত সেনকে ভালবাসলেও তার সঙ্গে সুখের ঘর বাঁধতে পারে না। বিলেত থেকে আই.সি.এস পাশ হয়ে ফিরে আসা সুব্রতকেই অজান্তে পার্টি নির্দেশে হত্যার ভার পড়ে এলার উপর। ছদ্মবেশে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে মুখোমুখি হয় এলা- সুব্রত। মনে থাকা সুপ্ত প্রেম জাগ্রত হয় উভয়ের। পরে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে দুজনেই তাদের কর্ম থেকে সরে আসার দৃঢ় সংকল্প করলেও নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে পার্টির লোকই হত্যা করে সুব্রতকে। দীর্ঘ বৈধব্য জীবন কাটিয়ে এক সময় মৃত্যু হয় এলার। তার মৃত্যুর পর ডায়েরি থেকে উদ্ধার হয় তার জীবন কাহিনি। এলালতার মৃত্যুর পর দুজন সাংবাদিক আসে তার জীবনী সংগ্রহ করতে, সব গল্প তার দাদার মুখ থেকে শোনার পরও তাদের মধ্যে তাচ্ছিল্যের সুর শোনা যায়

"এই থিকথিকে বর্ষায় এই জঘন্য পাড়াটার মধ্যে কে আর আসবে কষ্ট করতে? এমন কিছু ইম্পর্টেন্ট খবর নয়।"[১০]

একসময় দেশের জন্য যে আত্মত্যাগ এলা করেছিল, স্বাধীনতার পর তা গুরুত্ব হারায়। একজন বিপ্লবী হিসেবে প্রাপ্য সম্মানটুকুও এলার কপালে জোটে না। "ঘাস মাটি" গল্পের মাধবী নিজের ভালোবাসার মানুষকে দলের নির্দেশে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। মুসলমান ইয়ুসুফ বিলেত থেকে আই.সি.এস পাশ করে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসে। বিপ্লবীদের সন্ধানের ভার ছিল তার উপর। কিন্তু মাধবীর প্রতি গভীর ভালোবাসার অমর্যাদা কখনো তিনি করতে চাননি, মাধবী যে ভুল পথে পা দিয়েছে এবং তাকে ভুল বোঝানো হচ্ছে সে কথা তিনি বললেও দলের প্রধানের নির্দেশ অমান্য করার ধৃষ্টতা মাধবী দেখাতে পারেনি। আসলে এই ম্যাজিস্ট্রেটদের উপর প্রবল ঘৃণা কাজ করত বিপ্লবীদের মনে। মাধবীর কাছে দলের নির্দেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে -

" আমি চাইনা আমার দলের কোন ছেলে মেয়ের এতটা অধঃপতন হয় যে ইংরেজ সরকারের একটা পা চাটা কুকুরের সঙ্গে তাদের কোন সংস্রব থাকে।" [১১]

শেষপর্যন্ত ইউসুফকে হত্যার ভার পড়ে মাধবীর উপর। মাধবীর ইশারাতেই গুলি চলে, ইয়ুসুফের গায়ে। মাধবী ঢাকা থেকে কলকাতায় চলে আসে। বহু বছর পর বিপ্লবী মাধবীর খোঁজে ঢাকা থেকে একদল ছেলেমেয়ের কাছে ইউসুফের লেখা একটি চিঠি পেয়ে মাধবী স্মৃতি রোমন্থন করে।

প্রথম জীবনে যা সে করতে পারেনি আজ এই বয়সে অসুস্থ ইয়ুসুফকে পত্রে লেখে সে -

"ইয়ুসুফ ভালোবাসা ঘাসের মতো, সে থাকে, চিরদিন থাকে, মরে গিয়েও সামান্য জলের ছোঁয়ায় আবার তেমনি সবুজ হয়ে বেঁচে ওঠে। .....আমি অনেক দুঃখ পেয়েছি কিন্তু বেঁচে থাকার অর্থটাও খুঁজে পেলাম এতদিনে।"[১২]

মনিমালার জীবনের এক ভয়ংকর অধ্যায় চিত্রিত হয়েছে "স্বর্গের শেষ ধাপ" গল্পটিতে। রাজনীতির বলি হয়েছে উচ্চস্তরের আই.পি.এস অফিসাররা। মনিমালার আই.পি.এস পিতাকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা খুন করেছিল, আর নিজের দাদা অমল তার জীবনকে বিনষ্ট করেছিল। মিথ্যা নাটক সাজিয়ে মনিমালার বিবাহ দেওয়া এবং টাকা গয়না আত্মসাৎ করা এবং পরে একা ভোগ করবার মতো জঘন্য অপরাধ করতে অমলের বিবেকে বাঁধেনি। অনেক পরে মনিমালা জেনেছে, এই ষড়যন্ত্রে তার ছোট দাদা অমল যুক্ত ছিল। বহু বছর পর অসুস্থ মৃত্যু পথযাত্রী স্বামী সন্দীপকে রাস্তায় দেখে তার সব অভিমান দূরে সরিয়ে এবং রাজনীতির হিংস্রতা, জটিলতা সবকিছু ভুলে সন্দীপকে আবার আপন করে পেতে চায় মনিমালা। সেবাধর্মে অতুলনীয় হয়ে উঠেছে সে। এখানেই গল্পটি অনন্য হয়ে উঠেছে। বিপ্লবের নামে টাকার জন্য প্রয়োজনে খুন চুরি, ডাকাতি সবই সে সময় দলের প্রধানের নির্দেশে হতো। সেখানে পরিবার, ব্যক্তিগত জীবন সবকিছুই মূল্যহীন হয়ে যেত। আসলে এইসব রাজনীতির খেলায় মত্ত যুবক যুবতীদের সামনে যে আদর্শ স্থাপন করা হতো সেখানে দলের প্রধানের সিদ্ধান্ত ছিল চরম। তাই দেখা যায় এলালতা ও মাধবীর মতো জীবনের করুণ পরিণতি। রাজনীতির পঙ্কিল আবর্তে কিভাবে ভুল পথে তরুণ সম্প্রদায় চালিত হয়েছিল তার এক বাস্তব বর্ণনা এই ধরনের গল্পগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়। এত দুঃখের মধ্যেও মাধবী এবং মনিমালা দেরিতে হলেও তাদের প্রেমাস্পদের সন্ধান পেয়েছে।

*Journal of Cultural Research Studies, Vol-II Issue-2 (2023), p.65-74. (*ISSN 2583-6137)
A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Open Access Online Journal.

নারী- পুরুষের সমঅধিকার থাকলেও সমাজ আজও সেই অধিকারকে স্বীকার করেনি।ঘরে বাইরে নারীকে আজও লিঙ্গবৈষম্যের শিকার হতে হয়।প্রতিভা বসুর কিছু গল্পে নারীর অধিকারের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ।"স্বামী স্ত্রী" গল্পে ধর্ষিতা সীতা শুধুমাত্র তার অনাগত সন্তানের পিতৃপরিচয় দেবার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। সমাজসেবক অধ্যাপক সীতাকে প্রত্যাখ্যান করলে গর্জে ওঠে সীতা -

"কেন মায়ের সন্তান বললেই আপনারা তাকে গলা টিপে মেরে ফেলবেন? কেন? কেন? এই প্রাণ আমার ইচ্ছেতে জন্ম নিয়েছে? তবু তার জন্য কেন মরতে হবে আমাকে। তা নইলেই ঠেলে দেবেন গণিকাবৃত্তির দরজায়, নিজের পশুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে প্রায়শ্চিত্ত করাবেন মেয়েটিকে দিয়ে"।[১৩]

"মিসেস পালিতের গার্ডেন পার্টি" গল্পটিতে উঠে এসেছে নারী পুরুষের সমানাধিকারের প্রসঙ্গ। ধনী বিধবা মিসেস পালিত তার বিলের ফেরত পুত্র নয়নেন্দুর সম্মানে বাগানে একটি পার্টি রাখেন। একই সঙ্গে অবিবাহিত দুই কন্যা ও নয়নেন্দুর জন্য এই পার্টি থেকে তাদের পছন্দমত জীবনসঙ্গীর সন্ধান করাও তার একান্ত ইচ্ছা ছিল। বাছাই করা অতিথিদের কাউকে পছন্দ না হয়ে শেষ পর্যন্ত তাদেরই গ্যারেজ ঘরে ভাড়া থাকা রিফিউজি, মালতীকে নয়নেন্দু পছন্দ করে। মালতীর সঙ্গে কথোপকথনে নারী-পুরুষের ভেদে রেখা মুছে দেয় মালতী -

" 'কি বই ওটা?'

মালতী হাত বাড়িয়ে বইটা দিল।

'ও ক্যাথারিন ম্যাসফিল্ড? চমৎকার লেখেন ভদ্রমহিলা, মেয়েদের মধ্যে -'

'লেখকদের মধ্যে বলুন।'

' সরি!' হাসলো নয়নেন্দু-' আমরা প্রায়ই ভুল বলি। মার্জনা করুন।' "[১৪]

এইভাবে খুব শান্ত স্নিগ্ধস্বরে নারীর অধিকারকে পুরুষের সমপর্যায়ে নিয়ে গেছেন লেখিকা। তবে নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ বিভিন্ন গল্পের বিষয়বস্তু হলেও একান্ত নিরিখে তাঁকে নারীবাদী লেখিকা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। নারীর মন দিয়েই গল্পের নারীদের বিশ্লেষণ করেছেন তিনি এবং সঠিকভাবে বাঁচার পথ দেখিয়েছেন। বিপদগ্রস্ত নারীর সেই পথচলা অবশ্যই স্থিতধী কোন পুরুষকে পাশে নিয়ে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া অনুশাসন অনেক ক্ষেত্রে সফল হতে দেন নি লেখিকা। তাই "সকাল বেলা" গল্পে সংসারের পঙ্কিল আবর্তে ডুবে যাওয়া অনুরাধা পাশে পায় পূর্ণেন্দুকে, আবার ধর্ষিতা কুমারী মাতা প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী অনিমেষ ডাক্তারকে জীবনসঙ্গী রূপে খুঁজে পায়।

প্রতিভা বসুর সমসাময়িক লেখিকারা হলেন আশাপূর্ণা দেবী, আশালতা সিংহ, মৈত্রেয়ী দেবী, সাবিত্রী রায়, বাণী রায় প্রমুখ। আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পে নারীর জটিল মনস্তত্ত্বের পরিচয় মেলে। সংসার আবর্তে নারীর মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়,"ছিন্নমস্তা","অভিনেত্রী","তাসের ঘর" প্রভৃতি গল্পে। মধ্যবিত্ত জীবনের পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে তাঁর গল্পের চরিত্রগুলির অবস্থান। আধুনিকা পুত্রবধূর অপমান সহ্য করতে পারেন না বিধবা শাশুড়ি জয়াবতী। পুত্রের অকাল মৃত্যুর শোক এক সময় কাটিয়ে উঠলেও জয়াবতীর অন্তরে প্রতিহিংসার আগুন নেভেনা, তাই সুযোগ পেয়ে বৌমার বৈধব্য জীবনের পালনীয় আচারকে স্মরণ করাতেও তিনি পিছপা হন না। আবার "অভিনেত্রী" গল্পের অনুপমা কিভাবে সংসারকে যেকোন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েও বাঁচিয়ে

রেখেছে, তা আমাদের বিস্মিত করে। লেখিকা মনে করেন যে প্রতিটি নারী এইভাবে সংসারের সব কিছুর সঙ্গে বোঝাপড়া করে অভিনেত্রী হয়ে ওঠে। নারীর প্রেম, ঈর্ষা, প্রতিহিংসা পরায়ণতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তাকে বিভিন্ন গল্পের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখিকা। নারীর প্রতিবাদীসত্তার পরিচয় মেলে "ইজ্জত" গল্পে ,আবার সংসারে নারীর অবহেলা অসহায়তার দিকটি "আত্মহত্যা" গল্পে চিত্রিত হয়েছে। এইভাবে নারীর অন্ত:লোকের দুর্জ্ঞেয় মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলি গল্পে উঠে এসেছে। "তাসের ঘর" গল্পের মমতার মধ্যে যেন রবীন্দ্রনাথের "স্ত্রীরপত্র" র মৃণালকে খুঁজে পাওয়া যায়। স্নেহময়ী, বুদ্ধিমতী এবং দৃঢ় মানসিকতার মমতা এতটাই আত্মসচেতন যে, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার কোন চেষ্টা না করে শ্বশুরবাড়ির দেওয়া কলঙ্ক মাথায় নিয়ে এত বড় পৃথিবীর কোন একটা জায়গায় স্থান পাবার কথা ভেবেছে। সাবিত্রী রায়ের "নতুন কিছু নয়" গল্প সংকলনের "মাটির মানুষ", "অন্ত:সলিলা", "স্বর্গ হইতে বিদায়"প্রভৃতি গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী মূল্যবোধের অবক্ষয়, নারীর যন্ত্রণা ও সামাজিক অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সংসার- সমাজে নারীর সংগ্রামকে চিত্রিত করেছেন লেখিকা। "অন্ত:সলিলা" গল্পে কঠোর জীবন সংগ্রামের সঙ্গে আপোষ না করা লেখিকা শকুন্তলা লিখে চলে মুষ্টিবদ্ধ সেই হাতের কথা, যা হাজার হাজার মিছিলের সঙ্গে এগিয়ে চলে। ঘরে বাইরে সংগ্রাম করতে করতে অন্ত:সলিলার মতোই এগিয়ে চলে সেই প্রতিবাদ। সমাজের অবহেলিত- বঞ্চিত- শোষিত নারীরা উঠে আসে "ওরা সব পারে" ,"স্বর্গ হইতে বিদায়" প্রভৃতি গল্পে। নারীর সংগ্রামের কথা, তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কথা, সাবিত্রী রায়ের বিভিন্ন গল্পের বিষয়বস্তু হয়েছে। আশাপূর্ণা দেবী বা সাবিত্রী রায়ের গল্প থেকে ভিন্ন স্বাদের গল্প লিখেছেন প্রতিভা বসু। নারীর জীবনে সমস্যা থাকলেও সেখান থেকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছেন তিনি।

প্রতিভা বসুর সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সুবোধ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দী, বিমল মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষ কুমার ঘোষ প্রমুখ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও স্বাধীনতা পরবর্তী অবক্ষয়িত সমাজ, মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, দাঙ্গা, দেশভাগ প্রভৃতি বিষয়কে গল্পের উপজীব্য করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দী। "দেশ","পরিচয়","চতুরঙ্গ" প্রভৃতি পত্রিকায় কর্মের সুবাদে জীবনকে নিরাসক্তভাবে দেখেছেন তিনি। সংবেদনশীল মন ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা মনস্তত্ত্বের নিপুন বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। গল্পগুলিতে মধ্যবিত্তের বিকৃত রুচি, হতাশা ও শূন্যতাকে ব্যঙ্গের কষাঘাতে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর বেশকিছু গল্পে প্রকৃতির সৌন্দর্য, জীবনচেতনার সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। আবার মানবমনের গূঢ় চিত্তবিকারের প্রসঙ্গে এসেছে "হিংসা","পতঙ্গ" প্রভৃতি গল্পে। নারীর অবদমিত কামনা বাসনা চরিতার্থ করার ফলস্বরূপ "পতঙ্গ" গল্পে প্রেমিকের হাতে মৃত্যু ঘটেছে রূপার। আবার বিমল মিত্রের গল্পে এসেছে যুগোচিত আচার, সংস্কার, দুর্জ্ঞেয় মানবমন ও ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন। সংসারের কল্যাণময়ী প্রেম সেভাবে দেখান নি গল্পকার। নারীর মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা উঠে এসেছে ।"জেনা সংবাদ" গল্পের সুজাতা পরপুরুষের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছে স্বামীর উপর প্রতিশোধস্পৃহায়। কমল কুমার মজুমদারের গল্পে নারীরা এসেছে একেবারে ভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্য নিয়ে। তথাকথিত নারী পুরুষের প্রেমে তারা বিশ্বাসী নয়। তাই "মল্লিকাবাহার" গল্পের প্রেমবুভুক্ষু নারী মল্লিকা আরেক নারী শোভনাকে নিয়ে সমকামীতে পরিণত হয়। আসলে সমকালীন লেখকদের গল্প রচনার বিষয়বস্তু থেকে সরে এসে কমল কুমার একেবারে স্বতন্ত্র যুগোচেতনার পরিচয় দিয়েছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সমাজ ও মানবমনের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তাঁর গল্পে। সন্তোষ কুমার ঘোষ তাঁর

রোমান্টিক প্রেমের গল্পে নারীপ্রেমের শাশ্বত মূল্যকে প্রাধান্য দেননি, নারীর দেহসর্বস্ব প্রেমের পরিচয় ফুটে উঠেছে "ছায়াহরিণ" গল্পে। নারী যেমন বহু পুরুষের ভোগ্যা হয়ে উঠেছে তেমনি পুরুষও বহুগামী হয়েছে। প্রেমের স্বর্গীয় সুষমা অপেক্ষা কঠোর কঠিন বাস্তবকে চিত্রিত করেছেন তিনি। এখানেই অন্যান্য গল্পকারদের প্রেমের ধারণা প্রতিভা বসুর গল্প থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। প্রতিভা বসুর গল্পের নারীরা সমজ-পরিবার বা পুরুষ কর্তৃক পদদলিত হয়েও কোনো প্রতিশোধস্পৃহায় মেতে ওঠেনি। বরং তাদের চিরন্তনী কল্যাণী মূর্তিতে তারা অধিষ্ঠান করেছে। নরেন্দ্র মিত্র সমসাময়িক যুগের একজন খ্যাতনামা গল্পকার। স্বাধীনতা পরবর্তী মধ্যবিত্তের অবক্ষয়িত মূল্যবোধ এবং সেই সংকট থেকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছেন তিনি -

"গরীব নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নানা বৃত্তির মানুষকে, তাদের বিভিন্ন সম্পর্ককে, পারস্পরিক সংঘাত ও অন্তর্সংঘাতকে নরেন্দ্রনাথ গল্পে ধরেছেন। কেবল সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত নয়, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির জীবনের জটিলতা নরেন্দ্রনাথের সূচীমুখ বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে। দুর্জ্ঞেয় মনের রহস্য উন্মোচনে তার দৃষ্টি প্রখর। তিনি হৃদয়ের নিপুণ বিশ্লেষক, জীবনের জটিলতার রূপকার"। [১৫]

"এক পো দুধ" গল্পে দুধকে কেন্দ্র করে সংসারে অশান্তির ঝড় বয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত নিম্নমধ্যবিত্তের মূল্যবোধের সংকট থেকে উত্তরণ ঘটে আর লতিকার কল্যাণময়ী মূর্তি পাঠক মনে অক্ষুন্ন থাকে। "রস" গল্পে মোতালেফ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা মাজুফা শেষপর্যন্ত নিজের কাছে হেরে নিঃস্ব হওয়া মোতালেফের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। আবার অসৎ সঙ্গে নারীর চারিত্রিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে "চোর" গল্পে। রেনুকার চৌর্য্যবৃত্তি একসময় চৌর্য্যকার্যে উৎসাহিত করা তার চোর স্বামীও মানতে পারেনা। পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য ও মাধুর্য বিলুপ্ত হয়েছে বলে অমূল্যের মনে হয়। চেনাজগৎ ছেড়ে নারীর অকল্যাণকামী মূর্তি কখনোই কাম্য নয়। "পুরতনী" গল্পের সুধা দৃঢ় মানসিকতার পরিচয় দেয়,বাড়ির অমতে গৃহভৃত্যকে জীবনসঙ্গী করে। নারী মনস্তত্ত্বের নিপুণ রূপকার নরেন্দ্র মিত্র।

নারীর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে সংসারবৃত্তে থাকা নারীর গভীর জটিল মনস্তাত্ত্বিক দিক, সেখানে নারীহৃদয় এবং অন্দর মহলের রাজনীতির সানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ উঠে আসে। আর পুরুষের কলমে নারীহৃদয় উম্মোচিত হলেও সেখানে মিশে থাকে বাইরের জগৎ ও রাজনীতির দিক। প্রতিভা বসুর ছোটগল্পগুলিতে তৎকালীন যুগজীবনের এক বাস্তবধর্মী ছবি অঙ্কিত হয়েছে। কখনো পারিবারিক আবার কখনো বা রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বিভিন্ন নারী চরিত্রগুলি অঙ্কন করেছেন তিনি। স্বামীর নিকট দৈহিক উৎপীড়ন, পরিবারের মানুষের অত্যাচার, সমাজে ঠাঁই না হওয়া পিতৃহীন সন্তানের জননীর মনবেদনা বা দুর্বৃত্ত দ্বারা ধর্ষিতা নারীর জীবনের বিচিত্র কাহিনী পাঠককে বিস্মিত করেছে। নারী মনস্তত্ত্বের এক নিখুঁত বিশ্লেষণ করেছেন লেখিকা। নারীর সততা, ধৈর্য,ভালোবাসা, সন্তান স্নেহ সবকিছুই অত্যন্ত নিখুঁতভাবে প্রকাশিত হয়েছে গল্পগুলিতে। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় একেবারে ব্যতিক্রমী কিছু পুরুষ চরিত্রের সন্ধান এখানে মেলে। পাঠককেও অভিভূত করে এই সকল চরিত্রগুলি। সীতা, অনুরাধা, অরুন্ধতী, মনিমালা প্রভৃতি চরিত্রগুলি তাদের সততার দ্বারা প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে সুস্থ জীবনে ফিরতে পেরেছে। এখানেই ছোটগল্পগুলি অনন্য হয়ে উঠেছে।

আকর গ্রন্থ: বসু প্রতিভা গল্পসমগ্র ১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, মাঘ ১৪২৫, জানুয়ারি ২০১৯

বসু প্রতিভা, গল্পসমগ্র ২, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, তৃতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৪১৭, ফেব্রুয়ারি ২০১১

তথ্যসূত্র:

১. "*প্রতিভূ*", গল্পসমগ্র ১, পৃষ্ঠা ১১

২. তদেব, পৃষ্ঠা ১৮

৩. তদেব, পৃষ্ঠা ১৮

৪. "*ভালবাসার জন্ম*", গল্পসমগ্র ১, পৃষ্ঠা ২১

৫. "*নিখাদ সোনা*", গল্পসমগ্র ১, পৃষ্ঠা ২০৪

৬."*স্বামী স্ত্রী*", গল্পসমগ্র ১, পৃষ্ঠা ১১৯

৭."*সকাল বেলা*", গল্পসমগ্র ২, পৃষ্ঠা ১৫

৮."*ঈশ্বর ও নারী*", গল্প সমগ্র,২, পৃষ্ঠা ২৯

৯. তদেব,পৃষ্ঠা ৩০

১০. "*স্বপ্ন ভেঙে যায়*", গল্পসমগ্র ২, পৃষ্ঠা ১৩০

১১. "*ঘাস মাটি*", গল্পসমগ্র ১, পৃষ্ঠা ৩৩

১২. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৮

১৩. "*স্বামী- স্ত্রী*", গল্প সমগ্র ১, পৃষ্ঠা ১১৯

১৪. "*মিসেস পালিতের গার্ডেন পার্টি*", গল্পসমগ্র ১, পৃষ্ঠা ৫১

১৫. মুখোপাধ্যায় অরুণ,"*কালের পুত্তলিকা*", বাংলা ছোটগল্পের একশ' বিশ বছর (১৮৯১-২০১০),

১৬. দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ, আশ্বিন ২০১৮, পৃষ্ঠা ৩৭৩-৩৭৪